সত্যের জয় হলো (১)

ইলিয়াছ রিফাঈ

আল ইসলাম প্রকাশনী
(দারুল ইসলাম)
বাংলাবাজার, ঢাকা

বিজ্ঞানকে ধর্মগ্রন্থ থেকে পবিত্র রাখুন!

ইসলাম বিদ্বেষী যেলোক যেক্ষেত্রেই কাজ করে, সে-ই আওয়াজ তোলে অমুক ক্ষেত্র থেকে ইসলাম ও কুরআনকে দূরে রাখুন। ইসলামি খিলাফত বিদ্বেষীরা বলে, রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পবিত্র রাখুন। নাস্তিকেরা যখন ‘কুরআন মাজিদের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা’র নাম শুনে তখন তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বলে, বিজ্ঞানকে ধর্মগ্রন্থ থেকে পবিত্র রাখুন। ওরা বলে, ‘পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা’ ধার্মিকদের ধোকা ও চালবাজি। মূলত বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের কোন সম্পর্ক নেই। এতদিন কোথায় ছিল তোমাদের ‘কুরআন ও বিজ্ঞান’? যখন দেখল বর্তমানে বিজ্ঞান ছাড়া কুরআন চলে না তখন বিজ্ঞানকে কুরআনের ওপর চাপিয়ে দেয়া শুরু হল! এদের এই আপত্তির উত্তর নিয়ে ইউশা উপস্থিত এই অধ্যায়ে।

ইউশা। বিজ্ঞানমনস্ক ছাত্র। এরিস্টটল থেকে শুরু করে আজকের হকিং পর্যন্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের জীবনচরিত তার স্মৃতিপটে ভাস্মর। কোন বিজ্ঞানী কোন গবেষণাকর্মের কারণে বিখ্যাত, অনর্গল বলে যায়। বর্তমান বিজ্ঞান গবেষণাসংস্থাগুলোর ওয়েবসাইটে শিকারী দৃষ্টি রাখে সব সময়।

একবার সে চট্রগাম যাচ্ছিল তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিমন্ত্রণে। রেলপথ দীর্ঘ পথ। তাই পথযাত্রায় পড়ার জন্যে সঙ্গে বই নিয়েছিল কিছু। পাশের এক যুবক, বসন-ভূষণে কবি কবি। সে দেখল, ইউশা আনমনে একটি বই পড়ছে। নাম the quran and the bible and science (কুরআন, বাইবেল ও বিজ্ঞান)। নামটা দেখামাত্র সে হুহু করে হাসল। হাসির শব্দে অধ্যয়নমগ্নতা ভেঙে গেল ইউশার। জিজ্ঞেস করল,

ভাই, নাম কি?

রাসেল।

কী করছেন?

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি, সাইন্স নিয়ে।

চমৎকার।

হাসলেন কেন হঠাৎ করে?

তোমার হাতের বইটি দেখে।

হাসার কী আছে এতে? পবিত্র কুরআনে সেই চৌদ্দশ বছর আগে বিশ্ব সম্পর্কে এমন সব তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে, যা মানুষ জানতে পারছে অধুনা।

কুরআন আবির্ভূত হয়েছে সেই চৌদ্দশ’ বছর আগে। বিশ শতকের আগে ‘কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা’ বলতে কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু যখন বিজ্ঞান মহাবিশ্ব নিয়ে বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করা শুরু করেছে তখন থেকেই সূচনা হয় এই মতবাদটির। কুরআনের ওপর বৈজ্ঞানিক থিওরি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে; বাস্তবে কুরআনে বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা বলতে কিছু নেই। যদি থাকত তা হলে চৌদ্দশ’ বছর পর্যন্ত কোথায় ছিল বিষয়টি? কুরআনে যদি বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য থেকে থাকে তা হলে আধুনিক বিজ্ঞান

বিষয়টি আবিষ্কার করার আগে কেন প্রচার করা হল না অমুক বিষয়ে কুরআন এমন কথা বলছে?

তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই, মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে, এ তথ্যটি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানীরা জানতে পারল কবে? বলল ইউশা।

উনিশ শতকে।

আচ্ছা, যেদিন বিজ্ঞানীরা জানতে পারল মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেদিনই কি পৃথিবীর সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে, না সম্প্রসারণ শুরু হয়েছে মহাবিশ্বের সূচনা থেকেই?

মহাবিশ্বের সূচনা থেকেই। উত্তর দেয় রাসেল।

আমি যদি বলি, না। এটা বিজ্ঞানীদের বানানো কথা। সম্প্রসারণ বলতে কিছুই নেই। যদি থাকত তা হলে আদিকাল থেকেই বিজ্ঞানীরা জানত—পৃথিবী সম্প্রসারণশীল। যেহেতু তারা জানত না, তাই পৃথিবী সম্প্রসারণশীল নয়।

না। না। পৃথিবী অবশ্যই সম্প্রসারণশীল, সূচনা থেকেই। কিন্তু আদিকালের বিজ্ঞানীরা তা জানতো না, কারণ তাদের জানার কোন মাধ্যম ছিল না। পক্ষান্তরে বর্তমানে যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যার সাহায্যে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছে মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল। বলল রাসেল।

তা হলে কী জানতে পারলাম আমরা? জানতে পারলাম, মহাবিশ্বে সম্প্রসারণ ঘটছে অনেক আগ থেকেই। কিন্তু তা জানা গেছে কয়েকদিন আগে। কারণ আগে জানার মাধ্যম ছিল না। আর এখন আছে। এবার আসুন কুরআন মাজিদ প্রসঙ্গে। পবিত্র কুরআনে আছে, ‘পৃথিবী এবং মহাকাশ মিলিত ছিল। পরে আল্লাহ এসবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালেন।’ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আছে, ‘আর আমি ‘সামা’ সৃষ্টি করেছি এবং আমি তা প্রসারিত করছি।’

কুরআন কারিমে আছে, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা, পৃথিবী এবং ‘সামা’ পুঞ্জীভূত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কথা। এই কথা আছে কোথায়? কুরআনে। আগের যুগে কারও জানা ছিল না মহাবিশ্ব ছড়িয়ে পড়ার, মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা। তারা মনে করত মহাবিশ্ব যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি ছিল; সবকিছু আলাদা এবং প্রতিটি জিনিস আপন স্থানে স্থির। তো

আগের যুগে কুরঅন ব্যাখ্যাতাদের যেহেতু এ বাস্তবতা জানা ছিল না, তাই কুরআনের এমন ব্যাখ্যা তারা করতে পারেনি। কেন পারেনি? এসব তথ্য কুরআন মাজিদে নেই, নাকি তারা এসব তথ্য জানতই না? কুরআনে না থাকার কারণে নয় বরং তাদের না জানার কারণে। বর্তমানে যেসব মুসলিম গবেষক মহাবিশ্ব নিয়ে জানেন। বোঝেন। তাদের কাছে এসব পরিষ্কার। তারা মনে করেছেন, হ্যাঁ, যেহেতু বাস্তবতা হল, মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল, আর কুরআনে আছে 'আমি মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ করি।' সেহেতু কুরআনের এই সম্প্রসারণের অর্থ তা-ই যা বলছে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত মতবাদ—মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আচ্ছা রাসেল, এই যে চাঁদ-সূর্যের আলো; এই আলোর মধ্যে পার্থক্য আছে?

অফকোর্স। মডার্ন সাইন্স তা-ই বলছে।

কিন্তু আগের মানুষ কী মনে করত? তারা মনে করত, চাঁদের আলো এবং সূর্যের আলোর ধরণে পার্থক্য নেই। পার্থক্য হল, চাঁদ ছোট। আর সূর্য বড়। বর্তমান বাইবেল যারা লিখেছে, তারা যেহেতু সাধারণ মানুষ ছিল আর তাদের ধারণাও অন্যদের মতই ছিল। সেহেতু বাইবেলেও এই ভুল ধারণাটা চলে আসে। বাইবেলের জেনাসিস পুস্তকের ১ নং অধ্যায়ের ১৬ নং পদে আছে 'আল্লাহ দুটা বড় আলো তৈরি করলেন। তাদের মধ্যে বড়টিকে দিনের ওপর রাজত্ব করবার জন্য, আর ছোটটিকে রাতের ওপর রাজত্ব করবার জন্য তৈরি করলেন। তা ছাড়া তিনি তারাও তৈরি করলেন।' এই যে 'ছোট আলো' আর 'বড় আলো' এটা নির্দেশ করছে একই আলোর দিকে, পার্থক্য শুধু একটা ছোট আর অপরটা বড়।

পক্ষান্তরে কুরআন মাজিদে যেখানেই চাঁদ সূর্যের আলোচনা এসেছে। সেখানেই চাঁদ সূর্যের আলোর ভিন্নতা নির্দেশ করা হয়েছে। সূর্যকে বলা হচ্ছে বাতি —প্রজ্বলিত বাতি। পক্ষান্তরে চাঁদকে বলা হচ্ছে আলো। এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়, সূর্যের আছে নিজস্ব আলো—আগুন; দাউদাউ করা আগুন। পক্ষান্তরে চাঁদ বাতি নয়। তাই এর আগুন নেই—এর দূর বহুদূর আলোকিত করার মত নিজস্ব আলো নেই। কিন্তু আলো আছে অবশ্যই।

নিজস্ব আলো না থাকলে কোন জিনিস আলোকিত হবার এবং আলোকিত করবার একটাই আলো–প্রতিবিম্বিত আলো।

কিন্তু আগের যুগে যারা কুরআন ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের যেহেতু চাঁদ-সূর্যের আলোর পার্থক্যটা জানা ছিল না, সেহেতু তারা এই ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তার মানে এই নয়, কুরআন মাজিদ চাঁদ-সূর্যের আলোচ্য পার্থক্যের প্রতি নির্দেশ করেনি। করেছে। অবশ্যই করেছে। কিন্তু আবিষ্কার করার যোগ্যতার অভাব ছিল। বর্তমানে যারা জেনেছেন। তাদের কাছে কুরআনের এই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়েছে এবং তারা কুরআনের অলৌকিকতা দেখে অভিভূত হয়েছে।

পাশের আসনের লোকেরা দস্তুরমত শ্রোতা হয়ে ইউশা আর রাসেলের আলাপচারিতা উপভোগ করছিল। উৎসুক দৃষ্টিতে বারবার ইউশার দিকে তাকাচ্ছিল তাদের একজন। ইউশা অপেক্ষায় ছিল, রাসেল পুনরায় কোন প্রশ্ন করে কিনা। ঠিক তখনি সেই লোকটি ছুঁড়ে দিল একটি প্রশ্ন–ভাই, এটা খুবই হাস্যকর, রাশিয়া-ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞানীরা কোন কিছু আবিষ্কার করার পর বলা হয় তা কুরআনে আছে। তাদের আবিষ্কারের আগে কেন বলা হয় না কুরআনে অমুকটা আছে?

যেই আবিষ্কার করুক; রাশিয়া করুক, ইউরোপ করুক আর আমেরিকাই করুক। আবিষ্কৃত হওয়াই হচ্ছে লক্ষণীয় বিষয় কে করছে তা নয়। ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা পারছে, কারণ তাদের গবেষণার সুযোগ আছে। একসময় ইউরোপ-আমেরিকার লোকেরা জানত না যেহেতু তাদের সুযোগ-সক্ষমতা ছিল না। তার মানে এ নয়, যেসময় তারা জানত না, সেসময় কোন 'সুপ্ত প্রতিভা' তাদের মধ্যে ছিল না। অনুরূপ আগের যুগে মুসলমানদের সুযোগ ছিল তাই তারা জানতে পেরেছে। আবিষ্কার করতে পেরেছে। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের সুযোগ নেই তাই তারা পারে না। এর অর্থ এ নয়, মুসলমানদের মধ্যে নেই কোন 'সুপ্ত প্রতিভা' ।

তো কোন বিষয়ে কিছু বলতে হলে সেবিষয়ে জানা থাকতে হয়। যেলোক যেবিষয়ের ব্যাখ্যা দেবেন–কুরআনের, সেবিষয়ে তার জানা থাকতে হবে। সুতরাং কুরআন মাজিদের বৈশ্বিক বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে বিশ্ব সম্পর্কে জানা থাকতে হয়। জানা না থাকলে সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়ে

ওঠে না। বর্তমানে পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাতারা কুরআনের বৈশ্বিক বক্তব্যের ব্যাখা দিতে পারছেন, কারণ তারা বিশ্ব সম্পর্কে জানছেন। তথ্যউপাত্ত ইউরোপীয়দের থেকে জানাটা দোষণীয় কিছু নয়।

ইউশা কথা বলা শেষ করল মাত্র, রাসেল বলে উঠল, আপনার নাম্বারটা দিন।

কীসের নাম্বার, সিট নাম্বার, বাসার নাম্বার, না... ইউশার সহাস্য প্রশ্ন।

আরে না তো, আপনার মোবাইল নাম্বার। আমার গন্তব্য চলে এসেছে। এক্ষুণি নামতে হবে। আপনার সঙ্গে কথা আছে, মোবাইলে যোগাযোগ করব।

ইউশা জানালা দিয়ে বাইরে গাছগাছালির সৌন্দর্য, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের সবুজ দৃশ্য উপভোগ করছিল। চলন্ত যানে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে বেশ চমৎকার লাগে তার। কেমন যেন সে বসে আছে, আর ফল-ফুলের গাছসহ অজানা কত গাছ এক এক করে তার সামনে এসে দর্শন দিয়ে যায়। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ইউশা তন্ময় হয়ে ভাবছে। মনে মনে বলছে, তোমার সৃষ্টি যদি হয় হে আল্লাহ এত সুন্দর, না জানি তুমি কত সুন্দর! মৃত্যুর পর তোমার দিদার-দর্শনে সৌভাগ্যবান হবে যারা, তাদের কাতারে আমাদের শামিল কর হে প্রভু!

ইতোমধ্যে ইউশার মোবাইল বেজে উঠল। কলটি রিসিভ করল।

তোমরা বিজ্ঞানকে কুরআনের ওপর চাপিয়ে থাক। কুরআনের ভাব ও মর্ম বিকৃত করে তাকে বিজ্ঞানের সাথে জোড়াতালি দিয়ে থাক। বল, সত্যি বলছি কি না? আরও শোন, বিজ্ঞানের যে বিষয়টির সাথেই কুরআনের যে বক্তব্য মিলে যায়, সেটাকেই তোমরা কুরআন বলে চালিয়ে দাও। কেন? বৈজ্ঞানিক থিওরি কি পরিবর্তিত হয় না? তখন কি কুরআনও পরিবর্তিত হবে। অপরপ্রান্ত থেকে বলা হল কথাগুলো।

কে আপনি? কোথায় থেকে করছেন?

আমার কথা সঠিক কিনা বল, কে বা কোথায় দিয়ে কী করবে?

ইউশা ভেবে কূল পায় না, চলন্ত যানে এতবড় সওয়াল কেই বা করতে পারে?

ইউশা বলল, আমি আপনার হৃদয়ের অভিব্যক্তি বুঝতে পারছি। বিজ্ঞানকে কুরআনের ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, বর্তমানে কেউ কেউ কুরআনের প্রতি অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে মাঝে মধ্যে কুরআনের অযৌক্তিক ও অবাস্তব ব্যাখ্যা করে বসে, তাদের সেসব ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে না। কুরআন বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। তাই যারা 'কোরআন ও বিজ্ঞান' বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ও মধ্যমপন্থাবলম্বী, তারা দু'টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করেন।

এক. কুরআন মাজিদের যেসব আয়াত কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদ ধারণ করে না। সেসব আয়াতের ওপর কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রয়োগ করা যাবে না।

দুই. কুরআন শরিফের যেসব আয়াত সুনির্দিষ্ট মত ধারণ করে আর বৈজ্ঞানিক মতবাদ তার বিরুদ্ধে যায়, তা হলে বিজ্ঞানের মতবাদের সাথে মিলাবার জন্য কুরআনের সেসব আয়াতের অপব্যাখ্যা করা উচিৎ হবে না।

উদহারণত আমরা জানি পৃথিবী গোলাকার। বিখ্যাত এক টিভি বক্তা কুরআন শরিফের আয়াত وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا বাক্য থেকে উদ্ঘাটন করেছে, পৃথিবী গোলাকার। যুক্তি হল, دَحَا ক্রিয়ার মূল ধাতুবিশিষ্ট একটি বিশেষ্যের অর্থ হল, উটপাখির ডিম। অথচ دَحَا ক্রিয়ার মধ্যে ডিমের অর্থ নেই। ডিমের অর্থ আছে الأُدْحِيُّ الأُدْحِيَّةُ ইত্যাদি বিশেষ্যের মধ্যে। সন্দেহ নেই, কুরআন মাজিদের কিছু কিছু আয়াত দ্বারা অবশ্যই অনুমিত হয়, পৃথিবী গোলাকার। কিন্তু তা প্রমাণ করার জন্য এই আয়াতের কী দরকার? আরেকটি উদাহরণ।

অধিকতর দ্রুত গতির বস্তু কী? সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হল, আলো। আলোর গতি সর্বাধিক দ্রুত। কুরআন মাজিদে সুরা সাজদায় আছে, 'আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত প্রতিটি কাজের ব্যবস্থাপনা তিনি নিজেই করেন। তারপর সে কাজ এমন এক দিনে তার কাছে ওপরে পৌঁছে, তোমাদের গণনা অনুযায়ী যার পরিমাণ হয় হাজার বছর।' অনেকে বলতে চান, এই আয়াতে আলোর গতির দিকে ইশারা করা হয়েছে। মিসরের প্রখ্যাত বিজ্ঞানগবেষক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুদ দায়িম কাহিলকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা সুরা সাজদার উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাপারে বলে থাকেন, আয়াতটিতে আলোর গতির দিকে ইশারা করা হয়েছে। কিন্তু আমার

মতে বক্তব্যটা সঠিক নয়, এই এই কারণে। তিনি আমার বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, 'হ্যাঁ, ভাই, এই বক্তব্যটি খুবই প্রশ্নবিদ্ধ। তাই আমি আমার ওয়েবসাইট থেকে এবিষয়ে লেখা প্রবন্ধটি ডিলিট করে দিয়েছি। যারা আয়াতটি থেকে আলোর গতির বিষয়টি উদ্ঘাটন করেছেন তারা সূক্ষ্মতার পরিচয় দিতে পারেননি।'

উদাহরণদু'টির আলোকে আমরা জানতে পারি, বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয় কুরআনে উল্লেখ থাকবে, মূর্খতাসূলভ ধারণা। সুতরাং পবিত্র কুরআনের কোন বক্তব্যে যদি কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদের আভাস না থাকে তা হলে সেই বক্তব্যের ওপর কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রয়োগ করা হবে অনুচিত ও গর্হিত কর্ম।

আর আপনি বললেন, কুরআনের ব্যাখ্যা আপনারা বিজ্ঞানের আলোকে করছেন। বিজ্ঞান যদি ভুল হয়, তা হলে পরিণামে কুরআন ভুল প্রমাণিত হবে না? কথাটি চমৎকার। এজন্যেই পবিত্র কুরআনের মান্যগণ্য গবেষকরা বলেন, বিজ্ঞানের 'প্রতিষ্ঠিত সত্য' ছাড়া বিজ্ঞানের অমীমাংসিত মতবাদের মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা দেয়া অনুচিত। যেমন: কুরআন মাজিদে সুরা আলাকে আছে, كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ অর্থাৎ, শোনে রাখ, সে যদি বিরত না হয় আমরা অবশ্যই তার 'নাছিয়া' ধরে টানব; মিথ্যাবাদী, ভুলকারী নাছিয়া।

নাছিয়ার শাব্দিক অর্থ হল, مقدم الرأس বা মাথার সম্মুখভাগ। উল্লিখিত আয়াতে মাথার অগ্রভাগকে মিথ্যুক, ভুলকারী বলা হয়েছে। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, মাথার অগ্রভাগ মিথ্যা ও ভুল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন মানুষ জানত না এবং অনেকে এখনও জানে না, মাথার অগ্রভাগ তথা মাথার অগ্রভাগে অবস্থিত মস্তিষ্কের আগ্রভাগ (Frontal Lobe) প্রধান ভূমিকা রাখে মিথ্যা ও ভুল প্রকাশে। তাই তারা 'কুরআনকে ভুল থেকে বাঁচাতে' আশ্রয় নেয় একটি ব্যাখ্যার; আমি অবশ্যই তার মাথার অগ্রভাগ ধরে টানব, যে মাথার অগ্রভাগের অধিকারী মিথ্যা ও ভুল করে থাকে! এমন ব্যাখ্যার কী প্রয়োজন? তুমি যদি না জান কিংবা আয়াতের মর্ম যদি তোমার কাছে দুর্বোধ্য লাগে তা হলে তুমি চুপ থাক।

কুরআনের প্রতিটি মর্ম অবশ্যই পরিষ্কার হবে; হয়ত আজ, না হয় কাল, না হয় 'পরকাল'। তখন কুরআন বিরোধীরা লাঞ্চিত, অপদস্থ হবে।

প্রকৃত বিষয় হল, মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ (Frontal Lobe)-র কয়েকটি অংশ মিথ্যা ও ভুল প্রকাশের প্রধানকেন্দ্র, কোরআন যেমনটা বলছে। কয়েক দশক আগেও মানুষ জানতো না এসত্যটি। University of Pennsylvania-র গবেষকরা আঠারজন ছাত্রের ওপর গবেষণা চালিয়ে যে ফলাফলে পৌঁছে, তা হল– The brain sections include the anterior cingulated gyrus, located deep in the brain towards the top of the head, and parts of the prefrontal and premotor cortexes, both located in the very front of the brain.

ছাত্ররা যখন মিথ্যে বলেছে, মস্তিষ্কের যে অংশগুলো মনোযোগ ও ভুল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল, সে অংশগুলো অধিক সক্রিয় ছিল। এ অংশগুলো মাথার ওপরে এবং সম্মুখভাগে অবস্থিত।

তাই যতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের চূড়ান্ত ফায়সালা প্রকাশ না পাবে ততদিন পর্যন্ত কোন বিজ্ঞান নামধারীর বক্তব্যে কর্ণপাত করব না আমি। কুরআনের বক্তব্যের অপব্যাখ্যায়ও মনোযোগ দেব না। আমি প্রতীক্ষার প্রহর গোনব। কুরআনেই তো আছে 'প্রতিটি সত্য প্রকাশের রয়েছে নির্ধারিত সময়'।

ইউশা মোবাইলে কথা বলা শেষ করল। গন্তব্য চলে এসেছে। রেল থেকে নেমে সে আশপাশে দৃষ্টি বুলাল। হঠাৎ, এক ভদ্রলোক তার কাছে এসে সালাম দিয়ে হাত মোসাফাহা করলেন। ইউশা অবাক হল। কে আপনি? আপনাকে কি সাগর পাঠিয়েছে? ভদ্রলোক বললেন, নদী সাগর নামে আমি কাউকে চিনি না। কিছুক্ষণ আগে মোবাইলে তোমাকে একজন প্রশ্ন করেছিল না? হ্যাঁ, করেছিল। তা আপনি জানলেন কীভাবে? আমিই সেই লোক। তোমার কয়েক সিট পেছনে ছিলাম।